374

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR 28 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন

সরকার শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমকি বিদ্যালয়, ঘূর্ণিঝড়; আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ও বিভিন্ন N.G.O.দের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিনা মূল্যে খাদ্য ও উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। সরকারের এই সকল কার্যক্রমকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩/৪ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন থাকলেও এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং একই সিলেবাসভুক্ত পুস্তক পাঠ দান করান।

স্কুল যেমন ৩/৪ রকমের আছে সরকারের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রেও ৩/৪ রকমের নিয়ম প্রচলন আছে। যেমন সরকারি স্কুলে শিক্ষকগণ সরকারি নিয়ম মোতাবেক সকল সুযোগ-সুবিধা পায় (পূর্ণ বেতন ও ভাতা, পর্ব বোনাস ও অবসর সুবিধাদি), বেসরকারি স্কুলে শুধু বেতনে ৭৫% অর্থাৎ ৯০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকার মধ্যে এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শুধু ৫০০ টাকা (অন্য কোনো ভাতা বা অবসর সুবিধাদি নেই।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, সরকারি অফিসের একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী/পিয়নের সর্বনিম্ন বেতন ১ হাজার ৫০০ টাকা। একজন শিক্ষকের মূল্য কি পিয়নের চেয়েও কম। যে শিক্ষকের আর্থিক সঙ্গতি নেই সমাজে তাকে অবাঞ্ছিতভাবে জীবনযাপন করতে হয়। সরকারের এহেন কার্যক্রমের দ্বারা শিক্ষার মান কমতে থাকবে। তাই শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে নচেৎ সরকারের সকল শুভ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তাই শিক্ষার মান, নিরক্ষরতা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক শিক্ষককে সমানভাবে মূল্যায়ন করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমানে অতি কষ্টে এবং আর্থিক দুরবস্থা ও হাহাকারের মধ্যে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। সরকারি এই বৈষম্য নীতি চরম গ্লানির এই হীন নীতির অবসান হোক এটাই আমাদের দাবি। কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও স্কুলগুলো সরকারিকরণের জন্য মন্ত্রণালয় ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি।

মোঃ আবু তালেব ভূঞা
উত্তর চাড়ীপুর, ফেনী